দামুড়হুদায় ডিবির অভিযানে এক কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের চলমান মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন কোমরপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি কোমরপুর গ্রামের মৃত আঃ রহমানের ছেলে মোঃ ইউসুফ আলী (৬৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের সার্বিক নির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) এসআই জুম্মান খান ও এএসআই ছানোয়ার হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে কোমরপুর পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে ওই গ্রামের ইমদাদুলের ছেলে আঃ সালামের বাঁশবাগানের সামনের পাকা রাস্তার ওপর থেকে ইউসুফ আলীকে ১ কেজি গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শরীফ ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাইযোদ্ধা শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজের পর চুয়াডাঙ্গা চৌরাস্তার মোড়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

এসময় বিক্ষোভকারীরা তুমি কে, আমি কে, হাদি হাদি; ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান; গোলামী না আজাদী, আজাদী আজাদী; হাদি ভাইয়ের কারণে, ভয় করি না মরণে; দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা; ভারতের আগ্রাসন ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও; ইনকিলাব জিন্দাবাদ” ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান সজিব, জেলা সেক্রেটারি তুষার ইমরান সরকার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গার মুখ্য সংগঠক সজিবুল ইসলাম, সদর উপজেলা সদস্য সচিব ফাহিম উদ্দিন মভিন, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলার আহ্বায়ক মাহফুজ হোসেন, বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি সাগর আহাম্মেদ, আপ বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গার সভাপতি স্বপন এবং চুয়াডাঙ্গা ল্র সন্তান এবং ডাকসু হল সংসদের পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসির আল মাস্তুর।

বক্তারা বলেন, শরিফ ওসমান হাদী হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় সারাদেশে গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, ভারতীয় আধিপত্য কায়েমের নীলনকশার অংশ হিসেবেই শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যা করা হয়েছে। খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন। কর্মসূচির আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গাবাসী ও ছাত্রজনতা।

বিক্ষোভ মিছিলের শেষে নিহত হাদির আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদার এসিল্যান্ড এইচ তাসফিকুর রহমানকে ওরা বন্ধু সংঘের বিদায় সংবর্ধনা

দামুড়হুদায় দুর্নীতিমুক্ত ভূমি অফিস গড়ে তোলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) (এসিল্যান্ড) এইচ তাসফিকুর রহমানকে “ওরা বন্ধু সংঘ” দামুড়হুদার পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ে তাকে এ বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

“প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, একজন সরকারি কর্মচারী তার সেবক মাত্র” সংবিধানের এই কথাটি হৃদয়ে ধারণ করে ভূমি সেবা গ্রহীতাদের মাঝে হয়রানিমুক্ত ভূমি সেবা প্রদান করে অনন্য দৃষ্টান্ত গড়েছেন বিদায়ী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান। ফলে তার কর্মদক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ অলাভজনক, অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “ওরা বন্ধু সংঘ” তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে।

সৎ, যোগ্য ও চৌকস এ ভূমি কর্মকর্তা মাত্র ১ বছর ৫ মাসের সংক্ষিপ্ত কর্মকালেই তার কর্মদক্ষতার মাধ্যমে ভূমি কার্যালয়কে হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে মানসম্মত ভূমি সেবা প্রদান, সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জন এবং ভূমি সেবায় উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভূমি সেবা উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তার সকল অবদান শ্রদ্ধার সাথে

স্মরণ ও সম্মান জানিয়ে “ওরা বন্ধু সংঘ” এ সংবর্ধনা প্রদান করেন।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বীন ফয়সাল তানজিরের নেতৃত্বে, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ও দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজের সঞ্চালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী আব্দুল কাদির, হাফিজুর রহমান কাজল, সদস্য শেখ হাতেম, তিতুয়ার, রবিউল আওয়াল রুবেল, খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা এসিল্যান্ড এইচ তাসফিকুর রহমানের কর্মজীবনের প্রশংসা করে বলেন, সরকারের জনবান্ধব কর্মকর্তা কাকে বলে এবং একজন জনবান্ধব কর্মকর্তা কীভাবে জনগণের সেবা প্রদান করেন তা স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি অত্র কার্যালয়ে যোগদানের পর নিজের সরকারি দপ্তরকে গড়ে তুলেছেন একটি জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে। যেখানে ভূমি অফিসের ভোগান্তি, সাধারণ মানুষের হয়রানি ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, সেখানে ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনগণের মাঝে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এইচ তাসফিকুর রহমান। সর্বোপরি, এমন একজন কর্মকর্তাকে হারাতে চলেছি, যিনি ছিলেন ভূমি সেবা ও উন্নয়নে উপজেলা বাসীর জন্য আশীর্বাদ। এমন একজন কর্মকর্তা চলে যাওয়ার যে শূন্যতা, তা সহজে পূরণ হবার নয়। আমরা তার সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করি।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির) বলেন, কে এইচ তাসফিকুর রহমান মহোদয় অত্র কার্যালয়ে যোগদানের পরবর্তী সময় থেকে ভূমি কার্যালয় দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে। সর্বস্তরের সেবাগ্রহীতারা কোনো রকম হয়রানি ও দুর্নীতি ছাড়া শতভাগ সেবা পেয়েছেন। একজন কর্মকর্তা কতটা আন্তরিকভাবে সরকারের সেবা নিশ্চিত করতে পারেন, তা এই কর্মকর্তাকে না দেখলে বুঝতাম না। তার সততা, নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, যা একটি কর্মকর্তার জন্য চরম প্রাপ্তি বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তার চলে যাওয়া হয়রানিমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তবে তার কর্মগুণের কারণে দামুড়হুদা উপজেলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে সম্মানের সাথে মনে রাখবেন।

বিদায়ী এসিল্যান্ড উপজেলা বাসীর মঙ্গল কামনা করে সংক্ষিপ্ত

বক্তব্যে বলেন, উপজেলার সকল ভূমি সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশা পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কর্মক্ষেত্রে কাজের কোনো গাফিলতি করিনি। ভূমি সেবায় মানুষের ভোগান্তি কমানোর চেষ্টা করেছি এবং কার্যালয়কে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত রেখেছি। ফলে মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে সাংবাদিক সমাজ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি। এমন ভালোবাসার প্রতিদান আমি কখনো দিতে পারবো না। এখানকার সকলের ভালোবাসা আমাকে আজীবন ঋণী করে রাখবে। তবুও একজন মানুষ হিসেবে এসিল্যান্ড ও পৌর প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় যদি কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সর্বোপরি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “ওরা বন্ধু সংঘ” এর সফলতা ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

দর্শনা হৈবতপুরে স্কুলগামী মেয়েদের ওপর ইভটিজিং, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

দর্শনা থানার হৈবতপুর গ্রামের স্কুলগামী মেয়েরা মদনা গ্রামে আসার পথে ইভটিজিংয়ের শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলাচলের মাঝামাঝি স্থানে বকুলতলা ও বটগাছের নিচে কয়েকজন যুবক মোবাইল ফোন দিয়ে মেয়েদের ভিডিও করছে এবং ফেসবুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি তারা আপত্তিকর কথা বলছে ও পথরোধ করে নানা মন্তব্য করছে।

হৈবতপুর গ্রামের অভিভাবক এবং স্কুলগামী মেয়েরা জানান, এভাবে প্রতিদিন স্কুলে আসার পথে তারা ইভটিজিংয়ের স্বীকার হচ্ছেন। এতে প্রাথমিকভাবে প্রভাব পড়ছে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ৪ জন, নবম শ্রেণির ২ জন, অষ্টম শ্রেণির ১ জন ও পঞ্চম শ্রেণির ১ জনসহ মোট ৯-১০ জন ছাত্রীর ওপর।

মদনা গ্রামের আক্তার হোসেনের ছেলে আরাফাত হোসেন (১৫), জাফর

মিয়া (১৫) ও লিটনের ছেলেসহ ৭-৮ জন যুবককে বিষয়টি জানানো হলেও, স্থানীয় অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুলতান মাহমুদকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি জানান, বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হবে।

বেলগাছিতে প্রথমবার মেডিক্যালে পড়ার কৃতিত্ব অর্জন করলো মিম

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্তান আফরিন সুলতানা মিম প্রথমবারের মতো মেডিক্যালে পড়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে মেডিক্যালে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

আফরিন সুলতানা মিম আলমডাঙ্গা বেলগাছি গ্রামের মালিথা পাড়ার গর্বিত কন্যা এবং আলম হোসেনের কন্যা। তার পিতা আলম হোসেন বর্তমানে এক বেসরকারি কোম্পানিতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন, খুবই স্বল্প বেতনে।

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য বেলগাছির সর্বস্তরের মানুষ আফরিনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, “এই কৃতিত্ব কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি শুধু তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং বেলগাছি মালিথা পাড়া ও সমগ্র এলাকার জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।”

বেলগাছি ছাত্র কল্যাণ সংস্থা আফরিন সুলতানা মিমকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আফরিনের পিতা আলম হোসেন বলেন, “তার আগামীর পথচলা আরও সাফল্যমণ্ডিত হোক। ভবিষ্যতে সে একজন দক্ষ, মানবিক ও দেশপ্রেমিক চিকিৎসক হিসেবে সমাজ ও দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে

এজন্য সকলের কাছে দোয়া চাই।”

নতুন সাইকেল দিয়ে তুষারের মুখের হাসি ফেরালেন ইউএনও

বিজয় দিবসে কান্না থেকে হাসি, তুষারের মুখে ফিরল বিজয়ের আলো। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তুষারের কান্নারত ছবি দেখে বিজয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল নতুন সাইকেল হারিয়ে। মহান বিজয় দিবসে আনন্দ দেখতে এসে যার চোখে নেমে এসেছিল অশ্রু ছোট্ট তুষারের। হারিয়ে যাওয়া একমাত্র সাইকেলটি যেন তার শৈশবের হাসিটাকেই কেড়ে নিয়েছিল। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে বলতে ছিলো আগামীকাল আমি কিভাবে স্কুলে যাব। চোখের পানি আর বুকভরা কষ্ট নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল তুষার। তার সেই নিঃশব্দ কান্নার গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিষয়টি নাড়া দেয় অনেকের হৃদয়।

মানবাধিকার কর্মীদের প্রচেষ্টাই মানবিকতায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। অশ্রু ভেজা চোখ দেখে সন্তান সমতুল্য তুষারের পাশে অভিভাবকের ন্যায় দাঁড়ান।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজয় দিবসের শুভক্ষণে উপহার হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে বিজয় মেলায় তুষারের হাতে তুলে দেন একটি নতুন সাইকেল। মুহূর্তেই কান্নাভেজা চোখে ফুটে ওঠে আনন্দের ঝিলিক হারানো হাসি ফিরে পায় তুষার।

সাইকেল পেয়ে বিজয়ের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে তার মুখে। ইউএনওর হাত থেকে সাইকেল নিয়ে শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসে নিজেই চালিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেয় তুষার। সেই দৃশ্য যেন বলে দেয় বিজয় শুধু যুদ্ধের নয়, মানবিকতারও।

একটি সাইকেল বদলে দিল একটি শিশুর দিন, বদলে দিল তার মনে জমে থাকা বিষণ্নতা। বিজয় দিবসে তুষারের মুখের সেই হাসি হয়ে রইল আলমডাঙ্গার জন্য মানবতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

দামুড়হুদায় জাতীয় প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাতীয় প্রবাসী দিবস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রথমে পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশীদসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, বিদেশে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা এবং যে কাজে যাবেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে ভালো বেতন পাওয়ার পাশাপাশি মালিক পক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়।

বক্তারা আরও বলেন, বিদেশগামীদের কোনোভাবেই দালালের খপ্পরে পড়া যাবে না। বিভিন্ন দালাল লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে মানুষকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে হয়রানির শিকার করছে, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সঠিক ও বৈধ পথে বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন।

এ জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোকে আরও শক্তিশালী করে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা।

দামুড়হুদায় প্রযুক্তিনির্ভর যুবশক্তি গঠনে জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

“প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি” প্রতিপাদ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফিরোজ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা’র উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) ফারিহা নিশাত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শাহজাহান আলী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ।

প্রশিক্ষণে বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তুলতে হলে সামাজিক সচেতনতা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যুব সমাজকে আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে। যুবকরাই আগামীর নেতৃত্ব, তাই বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রেজাউল।

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার যৌথ অভিযানে ২ আসামি গ্রেপ্তার

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথ অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার এক আসামিসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এএসআই শামীম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আবুল হোসেনের ছেলে ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি মিলনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেন।

পরে দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে জসিম উদ্দীনকে (৪৫) তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, গত এক মাস আগে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকায় ট্র্যাকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় তাকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত দুইজনকে গতকাল চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজির করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়ান্নটা বিজয় দিবস পেরোলেও বদলায়নি স্বামী সন্তানহীনা মনোয়ারার কষ্টের জীবন

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের এক কোণে নীরবে বেঁচে আছেন মনোরা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি আজ সম্পূর্ণ একা। নেই স্বামী, নেই কোনো সন্তান— আপন বলতে কেউ না থাকায় বোনের বাড়িতে

মাথাগোজার ঠাঁই হলেও পাইনি ক্ষুধার জ্বালা নিবারন করার দিশা। মানুষের দয়ার ওপর ভর করেই কাটছে তার প্রতিটি দিন। ভিক্ষাই হয়ে উঠেছে জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়া ক্লান্ত শরীর নিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়ান দু’মুঠো খাবারের খোঁজে। কারও দরজায় দু’মুঠো চাল, কারও কাছে সামান্য টাকা —এই সামান্য নিয়েই কোনোরকমে চলে তার দিন। ক্ষুধা, অসুস্থতা আর অনিশ্চয়তা যেন তার নিত্যসঙ্গী। অসুখে পড়লে পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই, রাত নামলেই মাথা গোঁজার মতো নির্ভরতার আশ্রয় বলতে বাঁশ ঝাড়ের নিচে অন্যের জমিতে একটি কুঁড়ি ঘর।

চোখে জমে থাকা অব্যক্ত কষ্ট আর মুখের নীরব দীর্ঘশ্বাস যেন বলে দেয়—এই জীবনে কত না পাওয়া আর বঞ্চনার গল্প লুকিয়ে আছে। সমাজের আলো–ঝলমলে উন্নয়নের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এমন অসহায় মানুষগুলোর বাস্তব চিত্রই মনোরার জীবনগাথা।

জনপ্রতিনিধিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও হয়নি বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা।

মনোরার মতো আরও কত অসহায় স্বামী সন্তানহীন নারী আজও আমাদের চারপাশে নীরবে কষ্ট বয়ে চলেছেন। যাদের জীবনের শেষ সম্বল শুধু মানুষের করুণা আর মানবিকতার অপেক্ষা। প্রশ্ন থেকেই যায়—এই মানুষগুলোর দায় কি শুধুই তাদের নিজের? নাকি সমাজ ও রাষ্ট্রেরও কিছু দায়িত্ব আছে?

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সাজ্জাদ হোসেন বলেন, এই নামে কোনো বয়স্ক ভাতা বা বিধবা ভাতার কোন আবেদন আমার দপ্তরে জমা পড়েনি, আবেদন জমা পড়লে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

এ বিষয়ে মানবাধিকার কর্মী শরাফত হোসেন রাসেল বলেন, সমাজে এমন অসংখ্য অসহায় মানুষ আছে প্রায় প্রায় অনাহারে থাকে। এই অসহায় মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এছাড়াও সমাজের যারা ধনাত্নক ব্যাক্তি আছে তারাও এর দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রতিবেশী অনাহারে থেকেও, যদি আমরা নিজের পেট ভরে শান্তিতে ঘুমাতে পারি—তবে সেটা আসলে ঘুম নয়, ওটা বিবেকের গভীর অচেতনতা। কারণ মানুষের ক্ষুধা শুধু পেটের নয়, মানুষের ক্ষুধা ভালোবাসা, সহমর্মিতা আর মানবিকতারও। পাশের ঘরে কেউ না খেয়ে কাঁদছে, আর আমরা চোখ বন্ধ করে নিশ্চিন্তে ঘুমাই—এই নীরবতাই সবচেয়ে ভয়ংকর।